যুগান্তর

তারিখ ... 24 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ...

কোচিং আর ভর্তি বাণিজ্য নিয়ে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শিথিলতা

জিম্মি করে কোচিং : গলাকাটা ফি আদায়

যুগান্তর রিপোর্ট

কোচিং আর ভর্তি বাণিজ্য নিয়ে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শিথিলতা দেখা দিয়েছে। এ দুটি ইস্যু নিয়েই মন্ত্রণালয় আলাদা কমিটি গঠন করে। উভয় কমিটির রিপোর্টই ইতিমধ্যে জমা পড়েছে মন্ত্রণালয়ে। এর মধ্যে কোচিংয়ের রিপোর্টটি বৃহস্পতিবার ও ভর্তিরটি সোমবার দাখিল করা হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, কমিটিগুলো কোচিং ও ভর্তি নিয়ে রাজধানীর স্কুলগুলোতে রমরমা বাণিজ্যের প্রমাণ পেয়েছে। কিন্তু তারপরও এ নিয়ে কঠোর অ্যাকশনের সুপারিশ করা হয়নি। বিশেষ করে কোচিং বাণিজ্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটি উদ্বেগজনক ও ভয়াবহ তথ্য উদঘাটন করলেও শেষ পর্যন্ত তারা সেই কোচিংকেই জায়েজ করার নয়া ফর্মুলা দাখিল করেছেন। ক্লাসে পাঠদান নিশ্চিতের কোন পন্থা বা সুপারিশ বাতলানো হয়নি। হয়নি কোচিংবাজ শিক্ষকদের কোন অভিযোগ। বরং জুজুর ভয় দেখানো হয়েছে যে, কোচিং বন্ধ করলে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন থেকে গড়ে ওঠা কোচিং সেন্টার বর্তমান পর্যায়ে হঠাৎ বন্ধ করা চ্যালেঞ্জিং হবে বলেও উল্লেখ করা হয়।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ফি বছর ডিসেম্বর-জানুয়ারি এলে ভর্তি বাণিজ্য নিয়ে হইচই হয়। আর কোচিং নিয়ে মাঝে-মধ্যেই ভুক্তভোগী অভিভাবকরা সক্রিয় হন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিগত কয়েক বছর মন্ত্রণালয় নির্দেশনা জারি করে আসছে। এর মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে জারি করা নির্দেশনা না মানলে সরকারি আর্থিক অনুদান বন্ধের হুশিয়ারি রয়েছে। কিন্তু সেই নির্দেশনা বিগত দিনে যারা বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছে, এবারও তারাই একই কাজ করেছে। এরপরও গৃহীত বাড়তি অর্থ কেবল ফেরত দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

অন্যদিকে কোচিং বাণিজ্য সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের অতীতেও উদার দেখা গেছে। ক্লাসে পাঠদান নিশ্চিত করে কোচিং বন্ধের দাবিতে রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিভাবকদের সংগঠন 'অভিভাবক ফোরাম' মন্ত্রণালয়ে বারবার স্মারকলিপি দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১০ সালের ১০ আগস্ট একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। তাতে প্রকারান্তরে প্রাতিষ্ঠানিক কোচিংকে হালাল করে পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থীদের শেখানোর আড়ালে স্কুলের ভেতরেই 'বাড়তি ক্লাসের' নামে এক ঘণ্টার ক্লাস করানোর নির্দেশ দেয়া হয়। আর ওই ধরনের একেকটা ক্লাসের জন্য বিষয়প্রতি সর্বোচ্চ ১৭৫ টাকা করে নেয়ার সুযোগও দেয়া হয়। যদিও সেই নির্দেশনা মানেনি অনেক স্কুল। বরং নির্দেশনার অপব্যবহার করেছে কোন কোন স্কুল। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দাখিলকৃত সর্বশেষ রিপোর্টেও একই পথে হাঁটা হয়েছে। কোচিংয়ের ফাঁদ আর তার কারণে ক্লাসে পাঠদান নিশ্চিত না হওয়ার বিষয়টি তথ্যানুসন্ধানে বেরিয়ে এলেও কমিটি ক্লাসে পাঠদান নিশ্চিতের কোন সুপারিশ করেনি।

প্রসঙ্গত, উভয় রিপোর্টের সুপারিশেই স্ববিরোধিতা রয়েছে। কেননা, ভর্তি সম্পর্কিত নির্দেশনায় এরপরও বাড়তিদের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। আর টিউশনি-কোচিংয়ের ব্যাপারে শিক্ষকদের সার্ভিস রুলেই নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু রিপোর্টে প্রাইভেট পড়াকে হালাল করা হয়েছে।

ভর্তি সংক্রান্ত কমিটির অন্যতম সদস্য ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন সোমবার রাতে মোবাইল ফোনে যুগান্তরকে বলেন, রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলে ভর্তির নামে গলাকাটা ফি আদায়ের প্রমাণ পাওয়া গেছে। রাজধানীর ৩০টি স্কুলকে তারা 'কেস স্টাডি' হিসেবে নিয়েছেন। এর মধ্যে প্রায় ১২টি প্রতিষ্ঠানকে সরকারি নির্দেশনা লংঘনকারী হিসেবে পেয়েছেন। ওইসব প্রতিষ্ঠানের গৃহীত বাড়তি অর্থ ফেরত দেয়ার সুপারিশ করেছেন তারা। আগামী বছর থেকে আরও আগে ভর্তি নির্দেশিকা প্রকাশের সুপারিশ করা হয়েছে। কেননা, অনেক প্রতিষ্ঠান বলেছে, তারা ভর্তি কার্যক্রম শুরুর পর সরকারি নির্দেশিকা পেয়েছেন।